J. P. Sartre : Freedom

জঁ-পল সার্ত্র : স্বাধীনতা

সার্ত্রের অস্তিত্ববাদের প্রধান বিষয় হল ব্যক্তি-চেতনার স্বাধীনতা, মানবসত্তার ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে আলাদা করা সম্ভব নয়। সার্ত্রের মতে চেতনার অপর নামই হল স্বাধীনতা। চেতনার স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে সার্ত্র বলেছেন যে, চেতনার স্বরূপ হল নিজেকে অতিক্রম করা, যা সে নয় তা হওয়া এবং যা সে তা না হওয়া, অর্থাৎ না-হওয়া বর্তমানকে অতিক্রম করে হওয়া-ভবিষ্যতের দিকে যাওয়াই চেতনার লক্ষ্য। স্বাধীনতার ধারণাটি বিশ্লেষণ করার জন্য প্রয়োজন কর্মের ধারণার বিশ্লেষণ করা।

সার্ত্র চিত্তোপাত্তবাদী দৃষ্টিকোণ ক্ষেত্রে কর্মের বিশ্লেষণ করে বলেছেন যে, কর্মের একটি অভিমুখতা আছে, অর্থাৎ কর্ম সবসময়ই কোন উদ্দেশ্যাভিমুখী। তাঁর কাছে কর্ম এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে, তাঁর মতে মানবঅস্তিত্বের রহস্য কর্মেই নিহিত। মানুষ যা অভিপ্রায় করে তা ছাড়া সে আর কিছুই নয়। সে নিজেকে যতটুকু উপলব্ধি করে সেভাবেই সে অস্তিত্বশীল হয়। সুতরাং কর্মের সমষ্টি ছাড়া সে আর কিছুই নয়, কর্ম তাই চেতন উদ্দেশ্যের উপলব্ধিকে সূচিত করে। কর্ম হল যা নেই বা নয় তার প্রতি চেতনার অভিক্ষেপ। বর্তমানে আমি যা তাকে অস্বীকার করে ভবিষ্যতে আমি যা হতে চাই তাকেই চেতনার অভিক্ষেপ বলা হয়েছে, আর তার জন্য যে সচেতন কর্ম তাকেই সার্ত্র 'স্বাধীনতা' বলেছেন। এজন্য সার্ত্রের মতে কর্ম ও স্বাধীনতা প্রায় সমার্থক, অর্থাৎ সকল কর্মই স্বাধীন।

সার্ত্রের মতে চেতনা 'এখন যা' তা থেকে 'এখনও যা নয়' তা হতে পারার সম্ভাবনার জন্যই কর্মের প্রয়োজন, তাই কর্মের মূল রয়েছে চেতনার লক্ষ্যের মধ্যেই, সার্ত্র বলেছেন মানুষের চেতনা কোন

স্বরূপে নেই, তা কেবল 'হওয়া'-তে নেই, কারণ চেতনা সবসময়ই 'না-হওয়া' দিয়ে আবৃত, 'না-হওয়া' দিয়ে মানুষকে প্রতিনিয়ত যা সে নয় অর্থাৎ যা তার কাম্য সেদিকে পাওয়ার প্রয়াসে লিপ্ত করে, আর সেই প্রয়াসেরই নামান্তর স্বাধীনতা, আবার 'না-হওয়ার' যেহেতু কোন চরমসীমা নেই যেহেতু সার্ত্র এর মতে স্বাধীনতাও সীমাহীন।

সার্ত্র বলেছেন যে, জগতই হল মানুষের কর্মক্ষেত্র, অভিপ্রায়যুক্ত কর্মই স্বাধীনতার বিচরণভূমি, কর্মক্ষেত্র হিসাবে জগতকে প্রত্যক্ষ করার অর্থই হল জগতকে 'অপূর্ণ' হিসাবে প্রত্যক্ষ করা, যে অপূর্ণতা কেবল কর্মের দ্বারাই দূর করা সম্ভব। সেজন্যই তিনি বলেছেন "জগত যদি জ্ঞানের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়, তাহলে কর্মের মাধ্যমে তা গঠিত হয়।" কর্মের মধ্যেই স্বাধীনতার অবস্থান।

প্রতিটি মানুষেরই (স্ব-হেতু-সত্তা) একটি 'মূল লক্ষ্য' (Primitive end) থাকে, যার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সে তার জীবনের বিভিন্ন সময়ে নানা পরিকল্পনা তৈরী করে। এই 'মূল লক্ষ্য' ঈশ্বর বা সমাজ কেউই ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেয় না, ব্যক্তি তার পছন্দ অনুযায়ীই তা নির্বাচন বা মনোনয়ন করে। মূল লক্ষ্যের ক্ষেত্রে সার্ত্র এভাবেই স্বাধীনতাকে স্বীকার করেছেন।

'বিয়িং অ্যান্ড নাথিংনেস' গ্রন্থে সার্ত্র স্বাধীনতার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার মূল বক্তব্য হল স্ব-হেতু-সত্তা বা চেতনার অপর নামই স্বাধীনতা, নঞর্থকের মাধ্যমেই স্ব-হেতু-সত্তার বা ~~চেতনার অপর নামই~~ স্বাধীনতা প্রকাশ পায়। যা আছে তাকে অতিক্রম করে যা নেই সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার মধ্যেই স্বাধীনতার তাৎপর্য নিহিত, না-হওয়া বর্তমান থেকে মনুষ্যসত্তার যে বিচ্ছেদ ঘটায় সেই নেতিবাচক চরিত্র-টিই স্বাধীনতার বস্তুসত্তা, সার্ত্রের দর্শনে স্ব-হেতু-সত্তা, চেতনা, শূন্যতা, স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রায় সমার্থক শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

মানুষের মধ্যে সবসময়ই একটা অভাববোধ, অতৃপ্তি বা অপূর্ণতা রয়েছে। সমস্ত চাওয়া যদি মানুষের পাওয়া হয়ে যায়, তাহলে তা হবে মৃত্যুতুল্য। মানুষী-অবস্থার একটা বৈশিষ্ট্যই হল এই যে, মানুষ সবসময়ই-কিছু না কিছু চায়। মানুষের সত্তা সবসময়ই অতৃপ্ত। অতৃপ্ত চেতনার হাত থেকে মানুষের মুক্তি নেই। বস্তুসত্তা (স্ব-স্থিত-সত্তা) পূর্ণ। তার অভাববোধ নেই, কোন কিছু হয়ে ওঠার ক্ষমতাও তার নেই। কিন্তু মনুষ্যসত্তার সেই ক্ষমতা আছে। সে স্বাধীন। তার অভাববোধ আছে, অতৃপ্তি আছে, অপূর্ণতা আছে। আর অপূর্ণতা আছে বলেই সে নিজের বর্তমান অবস্থাকে অতিক্রম করতে চায়। এই অতিক্রমণকেই সার্ত্র বলেছেন স্বাধীনতা। ব্যক্তি যেমন স্বাধীনভাবে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেয়, তেমনই নির্বাচন না করার সিদ্ধান্তও নেয়। নির্বাচন না করার সিদ্ধান্তও একধরনের নির্বাচন, এবং তা স্বাধীনতাকেই সূচিত করে। এর থেকে মানুষের অব্যাহতি নেই। তাই মানুষ সবকিছু থেকে মুক্ত হলেও স্বাধীনতা থেকে নয়। স্বাধীনতায় সে দণ্ডিত। (Man is condemned to be free). সার্ত্রের এই বক্তব্যের তাৎপর্য হল "স্বাধীনতা কখনোই নিজেকে ধ্বংস করতে পারে না। ব্যক্তিমানুষ কখনোই এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে না যে, 'আমি আর স্বাধীন হব না", কেননা এধরনের সিদ্ধান্তও হবে স্বাধীনতাসঞ্জাত। স্বাধীনতাকে অস্বীকার করার স্বাধীনতা স্বাধীনতারও নেই। স্বাধীনতা ব্যক্তিসত্তার কোন গুণ নয়, তা সত্তারই অংশ। এমনকি বলা চলে যে 'মানুষ স্বাধীন এবং স্বাধীনতাই মানুষ'। 'মানুষ হওয়া' এবং 'স্বাধীন হওয়া' একই কথা। সার্ত্র দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, "মানুষ কখনো দাস বা পরাধীন এবং কখনো স্বাধীন, এমন হতে পারে না, হয় সে সম্পূর্ণভাবে এবং সর্বদাই স্বাধীন এবং অথবা সে কোন সময়ই স্বাধীন নয়। সার্ত্রের মতে ব্যক্তিমানুষ কোন না কোন অবস্থা বা পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় এবং স্বাধীনতা

অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে ঐ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই, যা অতীতকে ও ভবিষ্যৎকে নির্দেশ করে।

হাইডেগারের 'বস্তুতাবদ্ধতাকে' (facticity) সার্ত্র বলেছেন 'পরিস্থিতি' (situation)। প্রকৃত বাস্তবতাকে উপেক্ষা করে স্বাধীনতা নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। সার্ত্র এই পরিস্থিতির কয়েকটি উপাদানের কথা বলেছেন, এই উপাদানগুলি মানুষের স্বাধীনতাকে কিছু পরিমাণে খর্ব করলেও এগুলির সমস্ত ক্ষেত্রে নতুন করে কিছু গড়ে তোলা সম্ভব। এই উপাদানগুলি হল আমার স্থান (My place), আমার অতীত (My past), আমার পরিবেশ (My environment), অপর ব্যক্তি (The other) এবং আমার মৃত্যু (My death)।

'Being and Nothingness' গ্রন্থে সার্ত্র যে স্বাধীনতার ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাতে ব্যক্তি-অস্তিত্ব, চেতনা, শূন্যতা, চরম-লক্ষ্য, পূর্ণতার অন্বেষণ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, স্বাধীনতা যেকোন পরিস্থিতিতেই সম্ভব, আবার স্বাধীনতাই পরিস্থিতিকে অর্থ দান করে। মানুষ কখনোই বলতে পারে না যে, তার স্বাধীনতা নেই, স্বাধীনতাকে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে মানুষের উপাদানগুলি বাধার সৃষ্টি করলেও মানুষ তার স্বাধীনতাকে পুনরুদ্ধার করতে পারে এবং নতুন পরিস্থিতি রচনা করতে পারে। সার্ত্র তাই বলেছেন যে, কোন অবস্থাতেই মানুষের স্বাধীনতা ব্যাহত হয় না, সব অবস্থাতেই মানুষের সামনে বর্তমান অবস্থার পরিস্থিতিকে পরিবর্তনের জন্য প্রয়াসের সুযোগ থাকে। সার্ত্রের কাছে স্বাধীনতা বলতে বোঝায় আমার অবস্থা বা পরিস্থিতির মধ্যে যে বিকল্পগুলি পাই, তার থেকে আমার নির্বাচন বা মনোনয়ন করার স্বাধীনতা, স্বাধীনতা হল তাই যা আমাকে দুর্ভাগ্য বঞ্চনামূলক অবস্থা ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার সুযোগ দেয়, সার্ত্রের কাছে স্বাধীনতা হল সেই কর্মের অতীতকে ও ভবিষ্যৎ রচনার সামর্থ্য।

S. Sarkar.